MAR. 03 2000
MAR. 04 2000

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ .....

বিএম কলেজে অনার্সে ভর্তির প্রচণ্ড চাপ ॥ কর্তৃপক্ষ দিশাহারা

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ সরকারী ব্রজমোহন কলেজে অনার্স কোর্সে ভর্তি নিয়ে চলছে তুলকালাম কাণ্ড। একদিকে ৭টি বিভাগের প্রায় সাড়ে ৬শ' আসন শূন্য রয়েছে। বাকি ১০টি বিভাগে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির চাপে অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানরা দিশাহারা। ভর্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন ক্যাম্পাসে - অপ্রীতিকর - ঘটনা ঘটছে। স্বয়ং অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে ছাত্রনেতাদের অভিযোগ শিক্ষকরা তাঁদের নাম ব্যবহার করে পিছনের দরজা দিয়ে ছাত্র ভর্তি করছেন।

দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি এবং শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জের কিছু অংশ ও বাগেরহাট জেলার ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য এ কলেজে আসে। দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে ভর্তি কোটা কম। ১৯৯৮-৯৯ সেশনে কলেজের ১৭টি বিভাগে মোট ছাত্র ভর্তির কোটা ছিল ১৩১৫ জন। ১৯৯৯-২০০০ সেশনে তা বেড়ে ৩ হাজার ৬৬০ জন হয়েছে। কিন্তু এ অঞ্চলে অন্য কোন মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় এখানে ছাত্র ভর্তির চাহিদা বেশি। যে হারে এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার বাড়ছে, সে তুলনায় আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না। ফলে বর্ধিত ছাত্র ভর্তির চাপ ঠেকাতে শিক্ষকদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা।

কলেজের ১৭টি বিভাগের মধ্যে ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, বাংলা, দর্শন, অর্থনীতি, গণিত, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের গড়ে ৯০টি করে আসন শূন্য। এসব বিভাগে ছাত্র ভর্তির হার কম। কলেজের ছাত্র নেতারা বাকি ১০টি বিষয়ে ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে চাপের মধ্যে রেখেছে। এমনকি বিজ্ঞানের দু'একটি বিষয় ছাড়া বাকি বিষয়গুলোতে গড়ে ২০টি করে আসন শূন্য। ছাত্রনেতারা সবচেয়ে বেশি চাপ প্রয়োগ করছে সমাজ কল্যাণ, সমাজ, বিজ্ঞান, ইংরেজী, রসায়ন, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে। তাদের কোটায় ছাত্র ভর্তি করতে রাজি না হলে চলে নানা অপকর্ম। সম্প্রতি কলেজে এই কোটায় ভর্তি না নেয়ায় সরকারী দলের কয়েক ছাত্রনেতা ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছিল। শিক্ষকদের কটূক্তি, হুমকি-ধামকি পর্যন্ত করা হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক পরিষদের সভায় কোটার অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও বাস্তবায়িত হয়নি। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বিভাগে কোটার অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার একটি বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান জনৈক ছাত্রনেতার দেয়া একটি 'আদেশনামা' দেখালেন। ছাত্রনেতাদের চাপে শিক্ষকরা এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন। এই ভর্তির জন্য জনৈক শিক্ষকের পুত্র ও ছাত্রদল ক্যাডার অধ্যক্ষ সৈয়দ আঃ রাজ্জাককে লাঞ্ছিত পর্যন্ত করেছে। এ ঘটনায় শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ। ভর্তি কোটা বাড়ানোর দাবিতে ক্যাম্পাসে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মিছিল-মিটিং করছে।

ছাত্রলীগ (চু-ক) নেতা সাজ্জাদ হোসেন, ছাত্রমৈত্রীর রফিকুল ইসলাম সুজন, ছাত্রলীগের শহর সভাপতি জসীম উদ্দিন, নৃপেন্দ্রকুমার দাস নিপু ভর্তি কোটা বাড়ানোর প্রশ্নে একমত। তারা মনে করে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ভর্তি কোটা না বাড়লে ছাত্রছাত্রীরা যাবে কোথায়? তবে এই ভর্তি কোটাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রনেতাদের চাপের মুখে অসহায় শিক্ষকরা। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ আঃ রাজ্জাক পিছনের দরজা দিয়ে ছাত্র ভর্তির অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ভর্তি কোটাকে কেন্দ্র করে অবনতি ঘটার শঙ্কা রয়েছে।